

# 💵 মুয়াত্তা মালিক

হাদিস নাম্বারঃ ২৩

নামাযের সময় ( كتاب وقوت الصلاة )
পরিচ্ছেদঃ ৫. নামায়ের সময় সম্পর্কীয় বিবিধ রেওয়ায়ত

بَاب جَامِعْ الْوُقُوتِ

### আরবী

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّيَ الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَمَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ مَنْ أَدْرك الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا حَتَّى قَالَ مَالِك مَنْ أَدْرك الْوَقْتَ وَهُو فِي الْوَقْتِ فَلْيُصِلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُو فِي الْوَقْتِ فَلْيُصِلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِنْ كَانَ قَدْمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُو فِي الْوَقْتِ فَلْيُصِلِّ صَلَاةَ الْمُولِي اللّهَ إِنَّهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَهُو فِي الْوَقْتِ فَلْيُصِي مِثْلَ النَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلْيُصِلِ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ النَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَلْ مَالِك وَهَذَا الْأَمْرُ هُو النَّذِي أَدْركت عَلَيْهِ النَّاسَ وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَقَالَ مَالِك الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَإِذَا ذَهَبَتْ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَإِذَا ذَهَبَتْ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمُغْرِبِ

#### বাংলা

রেওয়ায়ত ২৩. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) বলতেনঃ মুসল্লি এমন সময়ে নামায় পড়িবে, যখন তাহার নামায়ের ওয়াক্ত ফাউত হয় নাই, তাহা অতি উত্তম, কিন্তু মুসল্লির নামায়ের যে সময় ফাউত হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ মুস্তাহাব সময় ফাউত হইয়া মাকরূহ ওয়াক্ত উপস্থিত হইয়াছে) তবে সেই (ফাউত হওয়া মুস্তাহাব) সময় তাহার পরিজন ও মাল অপেক্ষাও বড় উত্তম।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ সফরকালে (যেই সফরে নামায কসর পড়িতে হয় সেইরূপ সফর) যাহার নামাযের সময় উপস্থিত হইয়াছে, সে যদি ভুলে অথবা ব্যস্ততাবশত নামায পড়িতে বিলম্ব করে এবং এই অবস্থায় নিজের পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, তবে সে যদি নামাযের সময় থাকিতে পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করে সে মুকীমের নামায পড়িবে, আর যদি নামাযের সময় চলিয়া যাওয়ার পর প্রত্যাবর্তন করে, সে মুসাফিরের নামায পড়িবে। কারণ যেরূপ তাহার উপর ফরয হইয়াছিল সেইরূপ সে কাযা পড়িবে।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নগরীর লোকজন ও আহলে ইলমকে আমি ইহার উপরই পাইয়াছি (অর্থাৎ



তাহাদের আমল ও অভিমতও ঐরূপই ছিল)।

মালিক (রহঃ) বলেনঃ অস্তাচলে যে লালিমা দৃষ্ট হয় উহাই শফক (شفق) ্র লালিমা চলিয়া গেলে ইশার নামায ওয়াজিব হইল এবং তুমি মাগরিবের সময় হইতে বাহির হইলে।[1]

### **English**

Yahya related to me from Malik thatYahya ibn Said used to say, "Even if someone manages to pray before the time of the prayer has passed, the time that has passed him by is more important, or better, than his family and wealth."

Yahya said that Malik said, "If the time for a prayer comes and a traveller delays a prayer through neglect or forgetfulness until he reaches his family, he should do that prayer in full if he arrives within the time. But if he arrives when the time has past, he should do the travelling prayer. That way he only repays what he owes."

Malik said, "This is what I have found the people and men of knowledge doing in our community." Malik explained that shafaq was the redness in the sky after the sun had set, and said, "When the redness has gone then the isha prayer is due and you have left the time of maghrib."

## ফুটনোট

[1] ইমাম মালিক শফিয়ী আহমদ, আবু ইউসুফ মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মাযহাব অনুরূপ। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন লালিমা অস্ত যাওয়ার পর সাদা বর্ণ দেখা যায়, উহাই শাফাক। ইহা অদৃশ্য হইলে ইশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়। ইশার সময় আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে।

হাদিসের মান: তাহকীক অপেক্ষমাণ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ)

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন